দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ..23 DEC 2016.. ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম...৩.....

# শিশুদের উপবৃত্তির টাকা লুট!

দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের উপবৃত্তির টাকা লুটপাটের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে এ নিয়ে তথ্য-প্রমাণভিত্তিক লেখালেখি শুরু হলে টনক নড়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে মাঠপর্যায়ে উপবৃত্তির টাকা বিতরণের অনিয়ম তদন্ত করে দায়ীদের চিহ্নিত করতে ১১ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সরেজমিন তদন্ত শেষে বেশ কয়েকটি উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। এ সম্পর্কিত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। তবে অভিযোগ আছে, দেশের বিভিন্ন উপজেলায় কয়েক শ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণে নিয়মিত অনিয়ম হলেও তদন্তে তার প্রতিফলন ঘটেনি। এই অভিযোগ এসেছে মাঠপর্যায়ে কর্মরত বেশ কয়েকজন শিক্ষা কর্মকর্তার তরফ থেকে। সে অবস্থায় এটি অবশ্যই আমলে নিতে হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে।

সরকার দেশ থেকে নিরক্ষরতা নির্মূলে যে আন্তরিক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতেও সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে কারণে প্রায় সর্বত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ও হচ্ছে। যেসব দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল নেই, সেসব এলাকায়ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোকে দেয়া হচ্ছে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও আনুকূল্য। সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করাসহ দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যের বই। এরপরও বাস্তবতা হচ্ছে, দেশের সব শিশুকে আনা যাচ্ছে না সাক্ষরতার আওতায়। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর ঝরে পড়ার হারও বেশি। অবশ্য এর জন্য শুধু শিশুদের দোষারোপ করা চলে না। বরং প্রধানত দায়ী একশ্রেণীর অভিভাবক ও শিক্ষক। বিশেষ করে বস্তি ও গ্রামাঞ্চলে কতিপয় পরিবার শিশুদের লেখাপড়া বাহুল্য মনে করে এবং তাদের লাগিয়ে দেয় চাষাবাদসহ ঘরগৃহস্থালির কাজে। অন্যদিকে শিক্ষকরাও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখান না। ঝরে পড়া প্রতিরোধে এবং শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলার লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র না হোক অর্ধেক স্থানে চালু হয়েছে মিড ডে মিল, টিফিন বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচী। তদুপরি অভিভাবকদের সাশ্রয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের দেয়া হচ্ছে উপবৃত্তি। এই অর্থের পরিমাণও বেশি নয়। প্রতিবছর বারো শ' টাকা। যা হোক, অর্থের পরিমাণটা বড় কথা নয়।

> সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতেও সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে কারণে প্রায় সর্বত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ও হচ্ছে

শিশুদের মেধার বিকাশসহ বিদ্যালয়ে ধরে রাখাই এর আসল উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে একশ্রেণীর প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারী মিলে যদি এর একাংশ আত্মসাত করেন, তবে তা বড়ই দুঃখজনক ও লজ্জার। এসব শিক্ষকের কী নীতি-নৈতিকতা ও বিবেক বলে কিছু নেই? মানের কথা আর নাই বা বললাম। সে অবস্থায় তদন্ত কমিটি দোষী ও চিহ্নিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেছে। তবে এক্ষেত্রে এটুকুই যথেষ্ট নয়। বরং অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা প্রয়োজনে ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী মামলা হওয়া আবশ্যক। কেননা শিশুদের অর্থ আত্মসাত একটা গুরুতর অপরাধ। শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম দুর্নীতি প্রশ্রয় দেয়া বাঞ্ছনীয় নয় কিছুতেই।